অপর মামলা নং- ৯৪৬/২০২১

উপস্থিত ঃ- **মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ,**
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া , চট্টগ্রাম

আদেশ নং-

তারিখ- ১৯/০৯/২০২৪ ইং

অদ্য একতরফা আদেশের জন্য ধার্য আছে।

বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করেন।

নথি আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

আরজি তফসিল বর্নিত নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ব ঘোষনা ও বিবাদীগণ কে উক্ত সম্পত্তি হতে উচ্ছেদক্রমে খাস দখলের ডিক্রীর প্রার্থনায় বাদীপক্ষ অত্র মামলা আনয়ন করেছেন।

মামলার ১-৩ নং বিবাদী ও ৫ নং বিবাদীপক্ষ জবাব দাখিল করিয়া প্রতিযোগিতা করেছেন। ৫ নং বিবাদীপক্ষ মামলা চলাবস্থায় বাদীর সহিত সোলেনামা সম্পাদন পূর্বক সোলেসূত্রে ডিক্রীর প্রার্থনা করেন। ১-৩ নং বিবাদীপক্ষ দীর্ঘদিন কোন পদক্ষেপ গ্রহন না করায় অধিকতর সাক্ষী শুনানী পর্যায়ে মামলাটি বিগত ১৫/১০/২০২৩ ইং তারিখের ৬৯ নং আদেশ মূলে উক্ত বিবাদীদের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হয়।

বাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে, অত্র মামলা চলাবস্থায় বাদী ও ৫ নং বিবাদীপক্ষের মধ্যকার তর্কিত বিষয় স্থানীয়ভাবে আপোষ মীমাংশা হয়েছে। এখন উভয়পক্ষ তাহাদের মধ্যকার সম্পাদিত সোলেনামা অনুসারে অত্র মামলা ডিক্রীমূলে নিষ্পত্তির প্রার্থনা করেন।

৫ নং বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি উভয়পক্ষের মধ্যকার আপোষ মীমাংসার বিষয়টি স্বীকার করেছেন এবং বিবাদীপক্ষ কথিত সোলেনামায় স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে স্বাক্ষর করেছেন মর্মে জানিয়েছেন। বাদীপক্ষে মামলা ও সোলেনামা সমর্থনে **বাদী মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন** PW-1 হিসাবে জবানবন্দি প্রদান করেছেন। জবানবন্দি প্রদানকালে PW-1 কর্তৃক দাখিলীয় কাগজাদি প্রদর্শনী- ১-২১ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। বিবাদীপক্ষ তাকে কোন জেরা করেননি। একইভাবে, ৫ নং বিবাদীপক্ষে সোলেনামার সমর্থনে ৫ নং বিবাদী **নূরনাহার বেগম** DW-1 হিসাবে জবানবন্দি প্রদান করেছেন। বাদীপক্ষ তাকে কোন জেরা করেননি।

মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন P.W.-1 এর গৃহীত জবানবন্দি, দাখিলী সোলেনামা আরজি বক্তব্য ও দাখিলকৃত কাগজাদি (প্রদর্শনী ১ -২১) দেখলাম এবং পর্যালোচনা করলাম। সার্বিক পর্যালোচনায় বাদীপক্ষের দাখিলীয় আর এস ৮১১ ও ৮১২ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-১৭ সিরিজ হতে দেখা যায়, তফসিলোক্ত আর এস ১২১ দাগের সম্পত্তি আর এস ৮১১ ও ৮১২ নং খতিয়ানে বিভক্ত হয়। আর এস ৮১১ খতিয়ানে ১২১ দাগে ২২ শতকে মালিক ছিলেন হাসিম আলীর পুত্র আমিন উল্লাহ গং এবং আর এস ৮১২ খতিয়ানে ১২১ দাগে ৫ শতক ভূমির মালিক ছিলেন হাসিম আলীর দুই

পুত্র আমিন উল্লাহ ও আফাজ উল্লাহ। বাদীপক্ষের দাখিলীয় ১১/০৩/১৯৪৬ ইং তারিখের ৭৩৮ নং কবলা [প্রদর্শনী-৭] প্রকাশমতে আর এস রেকর্ডী হাসিম আলীর পুত্র রাহাত উল্লাহ আর এস ৮১১ খতিয়ানের অধীনস্থ ৮১২ খতিয়ানের ১২১ দাগে ৪ গন্ডা বা ৮ শতক মনু মিয়ার নিকট হস্তান্তর করেন। বাদীপক্ষের দাখিলীয় ২৬/০১/২০০৩ ইং তারিখের ৫৯৩ নং কবলার সি.সি কপি [প্রদর্শনী- ৯] পর্যালোচনায় দেখা যায়, মনু মিয়া হতে ২.৫০ শতক ভূমি ৭/৮/১৯৬০ ইং তারিখের ৪১৬১ নং কবলামুলে দুদু মিয়া পায় এবং দুদু মিয়া মরনে উক্ত সম্পত্তি পুত্র মোহাম্মদ মিয়া প্রাপ্ত হয়ে প্রদর্শনী-৯ মূলে ২.২৪ শতক ভূমি বাদী মাওলানা মোহাম্মদ সাইদুল আলম প্রাপ্ত হন। বাদীপক্ষের দাখিলীয় বি এস ৬৪৮ খতিয়ান [প্রদর্শনী-১৮] হতে দেখা যায় পরবর্তীতে মনু মিয়ার নামে বি এস জরিপে বি এস ৫৫৩ দাগে ৫ শতক বাড়ি ভিটি রেকর্ড হয়। প্রদর্শনী-৮ ও [প্রদর্শনী-১২] পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৫/০২/২০০১ ইং তারিখের ৫০৪ নং কবলা ও ২৯/০৩/২০০১ ইং তারিখের কবলা মূলে মনু মিয়ার পুত্র মোহরম মিয়া বি এস ৫৫৩ দাগে সমুদয় ৫ শতক ভূমি মাওলানা মোহাম্মদ সাইদুল আলম এবং কন্যা নূরজাহান হতে বি এস ৫৫৩ দাগে ২ গন্ডা এক কন্ট বা ৪.১৭ শতক ভূমি ৫ নং বিবাদী নূরনাহার বেগম খরিদ করেন। নালিশী ৫৫৩ দাগের ৫ শতক ভূমি বাবদে সাইদুল আলমের নামে বি এস নামজারি-৯৬০ খতিয়ান [প্রদর্শনী- ১৯] সৃজন হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। উক্ত নূরনাহার বেগম হতে ০২/০৫/২০১৬ ইং তারিখের দানপত্র [প্রদর্শনী-১৩] মূলে বাদী মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন প্রাপ্ত হন। প্রদর্শনী-১১ ও প্রদর্শনী- ১৪ হতে প্রতীয়মান হয় মাওলানা মোহাম্মদ সাইদুল আলম এর আম-মোক্তার আবদুল হালিম হতে নালিশী বি এস ৫৫৩ দাগের সমুদয় ৫ শতক ভূমি পক্ষভূক্ত বাদী মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন খরিদ করেন। পরবর্তীতে বাদীর নামে ১৮৩৩ নং নামজারি খতিয়ান [প্রদর্শনী-৬] সৃজিত হয়। এ সমস্ত হস্তান্তর দলিল ও নামজারি খতিয়ান পর্যালোচনায় দেখা যায় নালিশী বি এস ৫৫৩ দাগের ৫ শতক ভূমি সর্বশেষ বাদী মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন খরিদসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে স্বত্ববান ও ভোগদখলকার হয়েছেন।

সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত তফসিলোক্ত ভুমিতে ভোগদখলে থাকাবস্থায় বিগত ১০/০৭/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে পূর্বতন বাদী মৌলানা মুহাম্মদ সাইদুল আলম বেদখল হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

বাদী ও ৫ নং বিবাদী নূর নাহার বেগম এর মধ্যকার ১২/০৭/২০১৭ ইং তারিখের সোলেনামা পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী সম্পত্তি বি এস ৬৪৮ নং খতিয়ানভূক্ত হলেও সোলেনামায় বর্নিত ৫.৯০ শতক ভূমি বি এস ৩৮০ ও ৩৮১ নং খতিয়ানভূক্ত মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতীয়মান হয় যে সোলেনামায় বর্নিত নালিশী সম্পত্তির বি এস খতিয়ান ও পরিমানের সহিত আরজি বর্নিত বি এস খতিয়ান ও পরিমানের অসামঞ্জস্যতা রহিয়াছে। এমতাবস্থায় সোলেনামায়

বর্নিত আপোষের শর্তসমূহ সুষ্ঠু ও বৈধ নয় বলে আমি মনে করি। সুতরাং দাখিলী বাদী ও ৫ নং বিবাদীর মধ্যেকার ১২/০৭/২০১৭ ইং তারিখের সোলেনামা প্রত্যাখ্যান করা হলো।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বিবাদীপক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ কাজে লাগাতে অবহেলায় করায়, বাদীপক্ষ হতে উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক প্রমাণাদি অলঙ্ঘনীয় প্রকৃতির বলে আমি বিবেচনা করি। এরুপ পরিস্থিতিতে উক্ত অবিসংবাদিত ও অবিকৃত সাক্ষ্যসমূহ গ্রহন করা এবং উক্ত অলঙ্ঘনীয় দালিলিক সাক্ষ্য ও আরজি বর্নিত বক্তব্যের উপর নির্ভর করা ব্যাতিরেকে আদালতের সম্মুখে বিকল্প কোন পথ খোলা নেই। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ তাহার আরজি প্রার্থিত মতে প্রতিকার পাবার হকদার বলে আমি মনে করি। সুতরাং অত্র মামলা ডিক্রিযোগ্য।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

স্বত্বের ঘোষনামূলক ও খাস দখলের ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১-৫ নং বিবাদীগণের বিরুদ্ধে এক-তরফা সূত্রে বিনা খরচায় ডিক্রী প্রদান করা হলো।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, নালিশী তফসিল বর্ণিত আর এস ৮১২ নং খতিয়ানের আর এস ১২১ দাগ সামিল বি এস ৬৪৮ নং খতিয়ানের বি এস ৫৫৩ দাগে সমুদয় ৫ শতক ভূমিতে বাদীর উত্তম ও অপরাজেয় স্বত্ব রহিয়াছে।

বাদীপক্ষ আরজীর তফসিল বর্ণিত উক্ত ৫ শতক নালিশী জমি হতে বিবাদীগণকে উচ্ছেদক্রমে উহার দখল পাবেন।

বিবাদীগণ কে অদ্য হতে ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে আপোষে বাদীপক্ষের অনুকূলে নালিশী জমির দখল অপর্ণ করতে নির্দেশ দেওয়া হলো। ব্যর্থতায় বাদীপক্ষ আদালতযোগে উক্ত বিবাদীর খরচায় নালিশী জমির দখল নিতে পারবেন।

আমার স্বহস্তে লিখিত ও সংশোধিত

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম